তরু দত্ত ঃ এক ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বল নক্ষত্র

অশোক কুমার রায়

সাহিত্যে খ্যাতির ইতিহাস বড় বিচিত্র। আজকে যিনি খ্যাতির শীর্ষে পরের দিন দেখা যায় তিনি বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন। আবার আজকের অখ্যাত গ্রন্থ কালের পরিবর্তনে মহোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। এমন দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। আবার আজ যে ব্যক্তি(বহুজন বন্দিত, দুদিন বাদে তাঁর নামটিও কাউকে উচ্চারণ করতে শোনা যায় না! এমন দৃষ্টান্ত আমাদের কার না জানা আছে? একই লেখকের ভাগ্যে খ্যাতির বিচিত্র উদয়াস্তও ঘটতে দেখা যায়। খ্যাতি অখ্যাতির আর এক শ্রেণীর হেরফের দেখা যায় সাহিত্যের ইতিহাসে। যেমন প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে রইলো, আর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি সর্বকালের জন মানসে ছড়িয়ে পড়লো। বলা বাহুল্য, যদিও প্রবন্ধগুলির উৎকৃষ্টতা অনস্বীকার্য। জীবন কালে ভলতেয়ার এপিক বা মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির লেখক রূপে হোমার, ভার্জিল প্রভৃতির সঙ্গে সমান বলে স্বীকৃত হয়ে ছিলেন বলে জানা যায় তখনকার ইতিহাস পড়ে। কিন্তু আজকে আমাদের একথাভাবতে বিস্মিত হতে হয়, বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে এমন মূল্যায়ন যে তথ্য হের-ফেরের দৃষ্টান্ত বিস্তার পাওয়া যায়।

কবি, ঔপন্যাসিক তরু দত্ত এমনই একটি দৃষ্টান্ত স্থল। যদিও এক শতাব্দীরও বেশি হয়ে গেছে তিনি এই পৃথিবী থেকে লোকান্তরিত হয়েছেন। তবু তাঁর রেখে যাওয়া রচনাবলী যুগে যুগে বিশ্ব - সাহিত্যের বহু বন্দিত সাহিত্যিককে মুগ্ধ করেছে। বাংলা ছাড়াও ইংরাজী, ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষায় এই প্রতিভাময়ী কিশোরীর জীবনী প্রকাশিত হয়েছে যাতে তাঁর রচনা কর্মের বৈশিষ্ট্য সহ এক কোমল হৃদয়া কিশোরীর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ রূপটিও ফুটে উঠছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বেই ভারতে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয়রা বাণিজ্য, আদালত ও অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্তি(র সুযোগ পাওয়ায় শাসক ইংরেজ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিপায় ও তার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ পাশ্চাত্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির এক সম্যক মিলন ঘটে। ইংরাজী শি(ার সেই প্রথম যুগে ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য বলে যে স্বল্প কয়েকজন বাঙালীর কথা ইতিহাসে জানা যায় তার মধ্যে মনীষী রসময় দত্ত (১৭৭৯-১৮৫৮) অন্যতম। তাঁর পিতা নীলমণি দত্ত তাঁদের বাড়ী বর্ধমান জেলার আজপুর গ্রাম থেকে কোলকাতায় চলে আসেন ব্যবসা করতে। তিনিই বাঙালীর নবজাগরণের এক অন্যতম কেন্দ্র রামবাগান দত্তপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। নীলমণি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোপ দৃষ্টি থেকে মিশনারী শি(াব্রতী উইলিয়াম কেরী (১৭৬ - ১৮৩৪)-কে র(া করেছিলেন। বাঙলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম জনক এই কীর্তিমান মানুষটি সেই সময়ে ছিলেন কপর্দকহীন, তার পত্নী ছিলেন উন্মাদ এবং সন্তানেরা অসুস্থ। নীলমণি সাদরে তাঁদের স্বগৃহে আশ্রয় দেন। রামবাগানের ১২ মানিকতলা স্ট্রীটের সেই ঐতিহাসিক বাড়ীতে যেখানে কেরী সপরিবারে নিশ্চিন্তে কয়েক মাস কাটান, সেখানেই পরবর্তীকালে জন্ম হয় তু(দত্তের। মাত্র একুশ বছর চার মাস বেঁচেছিলেন তু(। তারমধ্যে বোম্বাই, ফ্রান্সের নীশ শহর ও ইংলন্ডের কেম্ব্রিজ ও লন্ডনে বাস বাদ দিলে রামবাগানের এই বাড়ীতেই তিনি আমৃত্যু ছিলেন। নীলমণির জ্যেষ্ঠপুত্র বহু ভাষাবিদ রসময় দত্ত ছিলেন উনিশ শতকের এক স্বনামধন্য বাঙালী। কলকাতার স্মল জজ্ কোর্টের তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় জজ। ইংরাজি শি(া প্রচলনের অন্যতম পুরোধা ও হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম রূপে দেশে শি(া বিস্তারের ইতিহাসে তাঁর দান স্মরণীয়। কাউন্সিল অব এডুকেশন ও সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন বহু বছর। নীলমণির অপর পুত্রদ্বয়ের নাম হরিশ ও পীতাম্বর। রসময়ের পাঁচ পুত্রের নাম যথাত্র(মে কিষেণ চন্দর (কৃষ(চন্দ্র), কৈলাস চন্দর, গোবিন্দ চন্দর, হর চন্দর (হরচন্দ্র) ও কিরিশ চন্দর। তৃতীয় পুত্র গোবিন্দ চন্দ্রের তিনটি সন্তান ঃ অব্জ ওরফে অব্জুর (১৮৫১-১৮৬৫, একমাত্র পুত্র) কন্যা অ((১৮৫৮ - ১৮৭৮) এবং সর্ব কনিষ্ঠ তু(। (জন্ম ৪ঠা মার্চ, ১৮৫৬, মৃত্যু ৩০শে আগষ্ট, ১৮৭৭)। পীতাম্বরের দুই পুত্র - ঈশান চন্দ্র ও সোশী চন্দ্র। মনীষী রমেশ চন্দ্র দত্ত, সি. ই., আই. ই. এস. (১৮৪৮-১৯০৯) ছিলেন ঈশান চন্দ্রের পুত্র।

বাঙলার নবজাগরণের ইতিহাসে ইংরাজীতে কাব্যচর্চা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নাটকের পোষকতা থেকে সমাজ সংস্কার, তথা শি(া বিস্তারে আত্মনিয়োগ সর্ব - (েত্রেই রামবাগান দত্তপরিবারের অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

এমনি এক ঐতিহ্যপূর্ণ পরিবারের সন্তান ছিলেন তু(দত্ত। তু(র ছ'বছর বয়সের সময় ১৮৬২ উত্তর কোলকাতার হেদোর পাশের ত্র(াইষ্ট্ চার্চে সন্তানদের নিয়ে দত্তপরিবার খ্রীষ্ট ধর্মে দী(া গ্রহণ করেন। গোবিন্দ চন্দ্র ছিলেন উদার হৃদয় দরদী মানুষ কারও সম্পর্কে অকারণ বিরূপতা বা প্রতিহিংসা পোষণ তাঁর স্বভাব বি(দ্ধ ছিল। তিনি অত্যন্ত বিচ(ণ, ধীর ও ধর্মানুরাগী মানুষ বলে জানা যায় রমেশ চন্দ্রের একটি লেখা থেকে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। অধ্যাপক ডেভিড লষ্টার রিচার্ডসনের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি! অবশ্য (মাইকেল) মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ১৮৭৩) এসে ভর্তি হওয়ার পর সেই স্নেহে ভাগ বসে। কলেজে ইংরাজী নাটকে অভিনয়ে বা ইংরাজী কবিতা আবৃত্তিতে তাঁর সুনাম ছিল। পরবর্তী কালে বিখ্যাত প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৫৭) জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর (১৮২০-?) ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) ভোলানাথ চন্দ্র (১৮২২-১৯৯০) ও রাজনারায়ন বসু (১৮২৬-১৮৯৯) সকলেই হিন্দু কলেজে তাঁর সতীর্থ ছিলেন। গোবিন্দ চন্দ্র অল্প বয়স থেকেই কবিতার চর্চা করতেন। তাঁর একটি কবিতার বইয়ের প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল ব্ল্যাক উড্স্ ম্যাগাজিনে ১৮৪৮ ডিসেম্বর সংখ্যায়। ক্যালকাটা রিভিউতেও ঐ কবিতাগুলির প্রশংসা ছাপা হয়। এ'গুলি পরে তাঁরই সম্পাদনায় লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ডিট্ ফ্যামিলি এ্যালবাম্' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত(হয়।

শি(ান্তে গোবিন্দ চন্দর সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন ও কর্মদ(তায় অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার অব্ অ্যাকাউন্টস্ পদে উন্নীত হন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্মোপলক্ষ্যে বোম্বাইতে যান সপরিবারে। এ'র চার বছর পরে ১৮৬৭ - তে কলকাতায় ফেরেন সরকারী কর্তৃপ(ের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে চাকরী ছেড়ে দিয়ে। বোম্বাই বাসে আরব সমুদ্র শিশু তু(র মনে এক আশ্চর্য সৌন্দর্যের দ্বার খুলে দেয়। কোলকাতায় ফিরে গোবিন্দ চন্দর তাঁর প্রতিভাময়ী কন্যা দুটিকে সুশি(িতা করে তুলতে মন দেন। পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে মিসেস্ সনাক্স্নামে ইংরেজ মহিলার কাছে পিয়ানো বাজানো এবং গান শেখা আরম্ভ করেন আ(ও তু(। সঙ্গীতে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ইউরোপেযাবার পর আরো বিকশিত হয়েছিল। দুই বোনই যখন পিয়ানো বাজাতে ও মধুর কণ্ঠে গভীর দরদে গান করতেন তখন তাঁরা যেন বাহ্য জগত্দ থেকে বিদায় নিয়ে সুরের জগতে বিচরণ করছেন বলে মনে হত। একথা হরিহর দাস তাঁর লাইফ এন্ড লেটার্স অব্ তু(ডাট্ (প্রকাশক অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস ১৯২১) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ চন্দ্রর স্ত্রী (েত্রমণি ও কন্যাদ্বয় অ(ও তু(কে নিয়ে ইয়োরোপ যাত্রা করেন। ফ্রান্সের মার্সেইলে নেমে চলে যান ভুমধ্যসাগরের তীরবর্তী পাহাড়ী শহর নিস-এ। আ(ও তু(সেখানকার স্কুলে ভর্তি হন ও খুব মন দিয়ে ফরাসী ভাষা শেখেন। ফ্রান্সকে তু(এত ভাল বেসেছেন যে সেই দেশের ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক সব কিছু গভীর মনোযোগ সহকারে শেখেন। তার পরিচয় আমরা পাই তাঁর ফরাসী ভাষায় লেখা উপন্যাস ''ল্য - জুর্ণাল দ্য মাদমো আজেল দার্ভেয়্র্'' এর মরিগ্যেরিরত -এর চরিত্রে। নিস্-এ তাঁরা ছিলেন ওভেল এলভেতিক-এ। ওখানে মাদাম গোআইয়ে নামে একজন গৃহশি(িকার কাছে গোবিন্দ চন্দর ফরাসী ভাষা শিখতেন। ভালো করে শেখা যাবে মনে করে অ(ও তু(তার কাছে ফরাসী ভাষার সঙ্গে সাহিত্য ও ইতিহাস পড়তে থাকেন। অল্প দিনের মধেই তাঁরা ফরাসী সাহিত্যের সেরা উপন্যাস, গাথা ও ছোট গল্পের সমুদ্রে ডুব দিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসও তু(র মনকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছিল। ফ্রান্সে যদিও তাঁরা অল্প কালই ছিলেন তবু তু(র চিন্তাধারা ও কল্পনাবৃত্তি ফরাসী দেশ, ভাষা ও মানুষকে স্বেচ্ছায় বরণ করে। কিন্তু অ(র স্বাস্থ্য ত্র(মশঃই ভেঙ্গে পড়ে দ(িণ ফ্রান্সের অত স্বাস্থ্যকর জায়গা -- পাহাড়ের ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা শহরেও। রোগ বৃদ্ধিপাচ্ছে দেখে গোবিন চন্দর ফ্রান্স থেকে ইংলন্ডে চলে যান। যে ফ্রান্সকে তাঁরা এত ভাল বেসেছিলেন, সেখান থেকে চলে যেতে তু(ও অ(র মনে যে কতটা বেজেছিল, তা আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি। ফ্রান্স ছেড়ে যাবার আগে তারা কান এবং মনাকো বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানকার নৈসর্গিক দৃশ্য নিশ্চয়ই তাঁদের অভিভূত করেছিল। ট্রেনে প্যারী হয়ে

বুলন। তারপর জাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফোকস্টোনে। ফোকস্টোন থেকে ট্রেনে লন্ডন পৌঁছান। চ্যানেল পার হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে এক সুন্দর নিবন্ধ রচনা করেন গোবিন চন্দর। লেখাটি ১৮৭৪ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ফ্রান্স ত্যাগ করলেও ত(ইংলন্ডে বসেই যুদ্ধে ফ্রান্সের প(সমর্থন করে অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধগুলি রেভারেন্ড লালবিহারী দে (১৮২৪ - ১৮৯৪, বেঙ্গল ম্যাগাজিনের সম্পাদক)-র আগ্রহে মুদ্রিত হয়। মাত্র পনেরো বছর বয়সে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত সেই অবিস্মরণীয় কবিতা ''ফ্রান্স'' ফরাসী দেশেরও বহু কাব্য সংকলনে অর্ন্তভুক্ত(হয়েছে। লন্ডনে প্রথমে চেয়ারিং আই, সি, এস, পরী(া দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন) ব্যবস্থার ত্র(স্পট্টন-এ ৯ নম্বর সিডনী প্লেস, অনস্লো স্কোয়ারে একটি সুন্দর বাড়ীতে উঠে যান দত্তেরা। এখানে থাকার সময় লন্ডনের বিশিষ্ট ব্যক্তি(দের সঙ্গে ত(র পরিচয় হয়। সাহিত্যপাঠ ও আলোচনার যে আসর গোবিন্দ চন্দ্র ও তাঁর কন্যারা তাঁদের বাড়ীতে নিয়মিত বসাতেন তার আকর্ষণে স্যার বার্টি ফ্রেয়ার (যিনি ১৮৬২ - ১৮৬৭) পর্যন্ত বাঙলা দেশের গভর্নর ছিলেন) স্যার জর্জ ম্যাকফারসন (পার্লামেন্টের সদস্য) প্রভৃতি ব্যক্তি(রা যোগ দিতেন। এরপর এই খেয়ালী কবি পরিবারটি হঠাৎই লন্ডনের বাস তুলে দিয়ে চলে যান Cambridge-এ। Cambridge-এ থাকাকালীন সময়ে যে বর্ণনা ত(র জীবনীকার হরিহর দাস তাঁর দি লাইফ্ এন্ড লেটার্স অব্ ত(ডাট্ গ্রন্থে দিয়েছেন -- তা থেকে জানা যায় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে পরিবারটি Cambridge-এর পার্কার পিস্ এর ওপর রিজেন্ট স্ট্রীটের ৩৯ নম্বর বাড়ীটি নিয়েছিলেন। অ(ও ত(ছিলেন Cambridge-বি(বিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ছাত্রী। প্রতিভার বরপুত্রী ত(র অধ্যাপকেরা তাঁর ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান ও রচিত কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধে যে উচ্চাঙ্গের রচনা রীতির পরিচয় পান, তাঁতে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন ত(র অসামান্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। কিন্তু ফরাসী দেশেই অ(র শরীরে যে দুরন্ত (য় রোগ বাসা বাঁধে তা ত্র(মেই বাড়তে থাকে। ফলে বন্ধ হল গান ও পিয়ানো শেখা। কলেজ যাওয়াও আর সম্ভব হল না। Cambridge-এ। আনন্দ নীড় গেল ভেঙে। আবার লন্ডন, সেখান থেকে সেন্টলেনর্ড, অনসী, হেস্টিস প্রভৃতি সমুদ্রের ধারে ধারে কত শহরেই ঘুরলেন। গোবিন্দ চন্দর মনে তখন আর কিছুই ভাল লাগে না। তাই একসময় আবার পি এন্ড ও-র 'পেশোয়ার' নামক জাহাজে করে গোবিন চন্দর (সেপ্টেম্বর ১৮৭৩) সপরিবারে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। অ(র অসুখ ত্র(মশই এতটা গু(তর রূপে বৃদ্ধিপায় যে ইংরেজ চিকিৎসকবৃন্দ পর্যন্ত তাঁকে ভারতে ফিরে যাবার বিধান দিলেন। অ(কিন্তু ভারতে ফিরেও সুস্থ হতে পারলেন না। ফেরার সাত মাস পর ২৩শে জুলাই, ১৮৭৪ অ(র মৃত্যু হয়। ১৮৭৫ ত(র ''শীফ্ ক্লিনড ইন ফ্রেঞ্চফিল্ড্স'' প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সে ও ইংলন্ডে গ্রন্থটি প্রশংসিত হয়। ইংরেজ সমালোচকদের মতে এই গ্রন্থের শেষ কবিতাটি, সনেটটি (এটি অনুবাদ নয়) ইংরাজীতে তাঁর একটি মৌলিক সুন্দর রচনা। এই সময়ে কোলকাতায় বিদগ্ধ মনীষীদের অন্যতম আনন্দমোহন বসু (১৮৪৮ - ১৯০৬) চেয়েছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের স্কুল (ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়) টির সম্পূর্ণ ভার ত(র ওপর ছেড়ে দিতে। কিন্তু এই দায়িত্বভার তর প(আর গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, কারণ অ(র অসুখ তখন তার শরীরেও সংক্র(মিত হয়েছে। আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে ত(র আলাপ হয় Cambridge-এ। Cambridge ও কোলকাতায় আনন্দমোহন প্রায়ই ত(দের বাড়ীতে আসতেন। এরপর ত(র দিন শেষ হয়ে আসছিল। বুকে প্লাস্টার আটা (যা ছিল তখনকার দিনে ফুসফুসে (য় রোগের একটি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা পদ্ধতি) অবস্থায় যন্ত্রণায় ভরা দিন গুলিকে কিন্তু তিনি ব্যর্থ হতে দেন নি। ঐ সময় কিছু ফরাসী কবিতার তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ''শীফ'' যেহেতু খুব ভাল বিক্র(ি হচ্ছিল ত(আশা করেছিলেন ঐ অবস্থার মধ্যে শুয়ে শুয়েই আর একটি গ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করতে পারবেন। কিন্তু অসুখও নিত্য নতুন উপসর্গে তাঁকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এই রচনাগুলি খুবই পরিণত ও সব গুলিই সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক লালবিহারী দে আরো লেখা পাঠাবার জন্যে যখন অনুরোধ করে পত্র দেন ত(র রক্তে(ৎকাশ তখন বেড়ে চলেছে। মেডিক্যাল কলেজের ডাক্ত(ার স্মিথ তাঁর চিকিৎসা করেন -- কিন্তু কোন ওষুধেই আর তখন তাঁর কোন উপকার হচ্ছে না। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার ঠিক একমাস আগে ৩০শে জুলাই তারিখে কবিতায় কয়েটি ছত্র-ই ত(র শেষ লেখা। অসুস্থ ত(কে তখনকার কলকাতার প্রায় সকল খ্যাত বাঙালী ও ইংরেজ শি(াব্রতী ও সাংবাদিকরা তাঁর রোগ মুক্তি(কামনা করে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন তাঁদের বাড়ীতে।

৩০শে আগষ্ট শেষ মুহূর্ত্তটি এলো রামবাগানের বাড়ীর ছাদের পাশের দ(িণের ঘরটিতে। চার পাশে ছড়ানো বইয়ের মধ্যে ত(শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রাত আটটায়। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডের সি. এম.এস. সমাধি ক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর ভাই ও বোনের পাশেই সমাধিস্থ করা হয়।

ত(র মৃত্যুর পর গোবিন্দ চন্দর ও ক্ষেত্রমণি মৃত্যুর প্রতি(ায় দিন কাটাতে থাকলেন। তবে এও ঠিক, ত(র মতই গোবিন্দ চন্দ্র ও ক্ষেত্রমণি খ্রীষ্টধর্ম থেকে সেই আশ্বাস পেয়েছিলেন যে একদিন তাঁরা আবার অব্জু, অ(ও ত(র সঙ্গে মিলিত হবেন এবং সে মিলনে আর কোনদিন ছেদ পড়বে না।

ত(র মৃত্যুর পর গোবিন্দ চন্দর আরো কয়েকটি বছর বেঁচে ছিলেন তখন তিনি নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন ত(র অসমাপ্ত উপন্যাস ''বিআংকার রাজা'' র ও অন্যান্য রচনার প্রেস কপি ও প্রকাশনার কাজে। ক্ষেত্রমণি বেঁচে ছিলেন গোবিন্দ চন্দের মৃত্যুর পরও অনেক দিন। দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। বরিশাল শহরে (অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত) চার্চ অব্ দি এপিফ্যানি নির্মাণে ক্ষেত্রমণি প্রভূত অর্থ সাহায্য করেন।

ত(র অকাল মৃত্যুতে বি(েসাহিত্যের যে অপূরণীয় (তি হয়েছে তা বর্ণনা করা যায় না। ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিদেশিনীর নাম যেভাবে স্বর্ণা(রে লেখা হয়ে রইলো তাতে বঙ্গবাসী তথা ভারতীয় মাত্রই গর্বিত। প্রখ্যাত ইংরেজ সমালোচক স্যার এডমন্ড গস্ লিখেছিলেন ---''যখন আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হবে, তখন নিশ্চয়ই তাঁর একপৃষ্ঠা এই ীণজীবী বিদেশিনী কবি কুসুমিকার উদ্দেশে উৎসর্গীত হবে।

রচনাপঞ্জী

১। এ শীফ্ ক্লিনড্ ইন ফ্রেঞ্চফিল্ড্স্ প্রকাশক-- সাপ্তাহিক সংবাদ প্রেস, ভবানীপুর, কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ -- ১৮৭৬ (ইংরাজী)। দ্বিতীয় সংস্কারণ -- ১৮৭৮। তৃতীয় সংস্করণ -- কেগান পল এন্ড কোং, লন্ডন -- ১৮৮০।

২। ল্য জুর্নাল দ্য ম্যাদমআজেল দ্যারভেয়্র। প্রকাশক -- দিদিত্র, প্যারির। প্রথম প্রকাশ -- ১৮৭৯ (ফরাসী)। (বাংলা অনুবাদ -- রাজকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৪১)। পৃথ্বিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৫৮)

৩। এয়্নশেন্ট ব্যালাড্ এন্ড লেজেন্ড্স্ অফ্ হিন্দুস্থান। প্রকাশক --- কেগান পল এন্ড কোম্পানী, লন্ডন। প্রথম প্রকাশ -- ১৮৮২। দ্বিতীয় সংস্করণ -- ১৮৮৫। তৃতীয় সংস্করণ -- সাল উল্লেখ নাই।

৪। এ সিন ফ্রম কনটেম্পরারি হিস্টরি। জুন ও জুলাই, ১৮৭৫ বেঙ্গল ম্যাগাজিন। সম্পাদক -- লালবিহারী দে।

৫। বিয়াঙ্কা অব্ দি ইয়ং স্প্যানিশ মেয়্ডেন। জানুয়ারী -- এপ্রিল, ১৮৭৮ বেঙ্গল ম্যাগাজিন। সম্পাদক -- লালবিহারী দে।

৬। কবিতা, প্রবন্ধ, অন্যান্য রচনা ঃ ১৮৭৫ - ১৮৭৮। বেঙ্গল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।

৭। এছাড়া ছড়িয়ে আছে ফ্রান্স, ইংলন্ড ও ভারতের শতবর্ষ আগেকার কতপত্রিকায় অজস্র লেখা -- যা আজও গ্রথিত হয়নি সম্পূর্ণ ভাবে।

স্যাটারডে রিভিউ, লন্ডন, ১৮৭৯। দি ইংলিশ ম্যান, কলিকাতা ১৮৭৬-- ১৮৭৯। দি স্টেটম্যান। কলিকাতা ১৮৭৭, ১৮৭৮, ১৮৭৯। দি এগ্জামিনার, লন্ডন, ১৯৭৬, ১৮৭৮। লা গাজেত্ দ্য ফ্রাঁস, প্যারিস, ১৮৭৯। লা ফর্তেফয়, আমস্টার্ডাম, ১৮৭৯। দ্য গ্যাজেত্ দ্য ফ্যাম, প্যারিস, ১৮৭৯। রেভ্যু দে দ্যো মঁদ, প্যারিস, ১৮৭৭ ও ১৮৭৮।

(এমনি আরও বহু পত্রিকার নাম পাওয়া যাবে হরিহর দাসের লাইফ এন্ড লেটর্স অব ত(ডাট্ গ্রন্থের এ্যাপেনডিক্স চার-এ)

৮। থিয়ডোর ডাগলাস সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সম্বলিত দি বেঙ্গলী বুক অব ইংলিশ ভার্স গ্রন্থেও ত(র কবিতা গৃহীত ও উচ্চ প্রশংসিত হয়।

আরো কিছু কাব্যসঞ্চয়ন গ্রন্থে ত(র কবিতা যথাযোগ্য মর্যাদায় গৃহীত হয়েছে।